জন মার্টিন এর “ঘুম নেই”

আনিসুর রহমানঃ গত ৮ই ডিসেম্বর ২০১১, ঢাকার জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয়েছে নাসির উদ্দিন ইউসুফ এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ভিত্তিক নাটক “'ঘুম নেই'” এর ১০০তম প্রদর্শনী। স্মৃতিকথা থেকে নাটকের পরিকল্পনা, এর নাট্যরূপ এবং নির্দেশনা দিয়েছেন জন মার্টিন। শুধু তাই নয় নাটকের দশ-বারোটি গানও তার নিজের রচনা। ১৯৯৪ সালের ৮ই মে মহিলা সমিতি মিলনায়তনে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল।

একটি গান কতবার বাজানো হোল তার হিসাব আমরা রাখিনা। কিন্তু ঐ গানের কটা সিডি বিক্রি হোল তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারন সংখ্যাটি গানের জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে। সিনেমার ব্যাপারে জনপ্রিয়তার নির্দেশক - রজত জয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী ইত্যাদি। কিন্তু মঞ্চ নাটকের ব্যাপারে হিসাবটি কেমন? একটি নাটক তৈরী করতে সময় নেয় কয়েক মাস কিংবা পুরো বছর। তারপর নাটকটির প্রদর্শণী শুরু হয়। পাশ্চাত্যে পেশাদারী নাটক প্রায় প্রতিদিন মঞ্চায়িত হয়। তাও আবার বছরের পর বছর। কিন্তু বাংলাদেশে মঞ্চ নাটকের দর্শক সীমিত। মঞ্চ সীমিত। একটি দল মঞ্চে নাটক করার সুযোগ পায় মাসে একটি। তেমন একটি দল মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়। যাদের অধিকাংশ সদস্যই তরুন ছাত্র-ছাত্রী। তাদের তৈরী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক “'ঘুম নেই'” দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে মঞ্চস্থ হয়ে আসছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি মঞ্চ নাটকের ১০০ তম প্রদর্শনী একটি মাইল ফলক। পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, কির্ত্তনখোলা, এই দেশে এই বেশে, বিষাদ সিন্ধু এবং সাত পুরুষের ঋন সহ হাতে গোনা কয়েকটি নাটক এই বিরল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বিজয়ের ৪০ বছর আর "ঘুম নেই" এর ১০০ তম প্রদর্শণী উপলক্ষে মহাকাল নাট্য সম্প্রদায় একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছিল। উৎসবের উদ্বোধন করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম।

২০০১ সাল থেকে জন মার্টিন সপরিবারে সিডনীতে বসবাস করছেন। বিভিন্ন সময় তার লেখা এবং সাংস্কৃতিক কাজ আমরা দেখেছি। “ঘুম নেই” তৈরীর পেছনের অনেক জানা অজানা তথ্যনিয়ে নির্মিত জন মার্টিনের একটি ভিডিও সাক্ষাতকার খুব শিঘ্রী বাংলা-সিডনীতে প্রচার করা হবে। বাংলা-সিডনীর সকল পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে জন মার্টিনকে জানাই আন্তরিক অভিন্দন।